60

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 JUN 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

# ছাত্রাবাসের খাদ্যের মান

ছাত্রাবাসের খাদ্যের মান সম্পর্কে বিরূপ কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায়। নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ করার ফলে ছাত্ররা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ঘটনার জন্য কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, এমন কথা জানা যায়নি। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সেখানে ছাত্রাবাসগুলির খাদ্যের মান খুবই খারাপ। অভিযোগ আছে, ছাত্রাবাসে পচা-বাসী খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং মাথাপিছু বরাদ্দ খাদ্যও প্রয়োজনের অনুপাতে পরিমাণে কম। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এখন ছাত্রদের কাছ থেকে মিলচার্জ তুলনামূলকভাবে বেশী নেয়া হচ্ছে। ১৯৮৭ সালে যেখানে খাদ্যের জন্য ৫ টাকা চার্জ দিতে হত এখন সেখানে ৭ টাকা দিতে হবে।

খাদ্যের জন্য বেশী পয়সা দেয়া সত্ত্বেও খাদ্যের মান খারাপ হওয়ায় ছাত্রাবাসের ছাত্ররা ক্ষুব্ধ। এ কথা সত্যি যে আট দশ বছরের ব্যবধানে ২ টাকা হ্রাস বৃদ্ধি তেমন বিবেচনার বিষয় হয়ত নয়। মুদ্রাস্ফীতির স্বাভাবিক ধারাতেও মূল্যমানে এটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া খাদ্য চার্জ ৭ টাকা ও এ যুগে তেমন বেশী কিছু নয়। তবে মনে রাখতে হবে এটা দরিদ্র মানুষের দেশ। ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই দরিদ্র পরিবার থেকে লেখাপড়া করতে আসে। ছাত্রাবাসের খাদ্যে সরকারী ভুর্তুকির ওপর ভরসা করেই তাদের চলতে হয়। ছাত্রাবাসের খাদ্যে ভর্তুকি দেবার ব্যবস্থা চালু আছে। তবে খাদ্য ব্যবস্থা তদারকির ব্যবস্থা খুব সুশৃংখল এবং সুষ্ঠু নয়। খাদ্য রন্ধন ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যসম্মত কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ তাই থাকে। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে কিছু দুর্নীতিও ঢুকে পড়ে। সরকারী অনুদান বা ভর্তুকির সবটা ছাত্রদের জন্য ব্যয় হয়— এ কথাও সর্বসময় তাই জোর দিয়ে বলা যাবে না।

বাংলাদেশ শিক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করে। মানবসম্পদ গড়ে তুলতেও বাংলাদেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা এ জন্যেই জরুরী এখানে। নিম্নমানের খাদ্যগ্রহণ করে ছাত্ররা অসুস্থ হোক বা তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটুক, এটা বাঞ্ছিত নয়। একটা স্বাস্থ্যবান জাতি-গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে সচেতনভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে। ছাত্রাবাসগুলিতে খাদ্যের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত পদক্ষেপ এ কারণেই গ্রহণ করতে হবে।